প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)
EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 05 ● Bardhaman ● 15 August 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● এসআইআর বিতর্কের মাঝেই ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট প্রকাশ করল কমিশন। নির্বাচন কমিশনের সাইটে গিয়ে ডাউনলোড করে নিন আপনার বুথের ভোটার লিস্ট -

● “বদলও হবে,বদলাও হবে”, হুঙ্কার শুভেন্দুর।

● টাইম টেবিল আছে কিন্তু হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে টাইম টেবিল মেনে কখনো চলে না ট্রেন। ট্রেন লেট নিত্য দিনের সমস্যা। কর্ড লাইনে রেলের সময়ানুবর্তিতা বলে কিছু নেই।

● যন্ত্রণার আর এক নাম গুড়াপ রেল গেট ! গেট পড়লে আর উঠতেই চায় না। সময়ে কখনো পৌঁছাতে পারবেন না গন্তব্যে। গুড়াপে ওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে সরব এলাকার মানুষজন।

● কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিরোধী দলনেতার গাড়ি ঘিরে চলল তুমুল বিক্ষোভ। গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ।

● লোকসভায় তৃণমূলের নতুন চিপ হুইপ হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। ডেপুটি দলনেতার দায়িত্ব পেলেন শতাব্দী রায়।

● ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু করার দাবিতে ধনেখালি বিডিও অফিসে সারা ভারত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব মূলক ডেপুটেশন দেওয়া হল।

● লোকসভায়চিপ হুইপেরপদ ছাড়লেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় !

● সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা হিসেবে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সরেন।

● সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ হচ্ছে ১২৭ বছরের পুরনো চিঠি বা নথি পাঠানোর রেজিস্ট্রি পোস্ট পরিষেবা।ডাক বিভাগের খরচ কমাতে রেজিস্ট্রি পোস্টকে স্পীড পোস্টের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

● বাড়ির লকার থেকে ধাপে ধাপে ২১ লক্ষ টাকা সরিয়ে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে পিৎজা খেয়ে খরচ করার অভিযোগ এক ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রের বিরুদ্ধে। কালনার কদমতলা এলাকার ঘটনা।

● থোড়াই কেয়ার আদালতের নির্দেশকে ! কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে ১ আগষ্ট থেকে রাজ্যে একশো দিনের কাজ চালু

(এরপর চারের পাতায়)

শিশু অধিকার,মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও পকসো আইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার জুনিয়র হাইস্কুল,হাইস্কুল ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের নোডাল টিচারদের নিয়ে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা,শিশু অধিকার ও পকসো আইন শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ শিবির।শিবিরে ৮৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ৫০ জন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রশিক্ষণ নেন।শিবিরে ছাত্র ছাত্রীদের মানসিক নানা সমস্যা ও তার প্রতিকার,শিশুদের অধিকার ও পকসো আইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ

(এরপর দুয়ের পাতায়)

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চাষীদের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বুধবার সিঙ্গুরের রতনপুর মোড়ে বিজেপির সভামঞ্চের সামনে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের,প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু অধিকারীর পাল্টা সভা বেচারাম মান্না’র ! বৃহস্পতিবার সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন বেচারাম মান্না।এদিন সিঙ্গুর রতনপুর মোড়ে বিজেপির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা তৃণমূলের।রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চাষীদের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ তুলে গতকাল সিঙ্গুরের রতনপুর মোড়ে বিজেপির সভামঞ্চের সামনে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা,প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।বৃহস্পতিবার বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলে সভা করল তৃণমূল।উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

লাখুরিয়া পুলিশ আউটপোস্টের শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা - শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার নবগঠিত লাখুরিয়া পুলিশ আউটপোস্ট-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল।এই পুলিশ আউটপোস্ট উদ্বোধন হওয়ার ফলে বিশেষত লাখুরিয়া,চাণক,পালিগ্রাম ও গোতিষ্ঠা অঞ্চলের জনগণের জন্য দ্রুত ও কার্যকর পুলিশি সেবা নিশ্চিত করা যাবে।এই সমস্ত এলাকার মানুষজনদের পুলিশি পরিষেবা পাওয়ার জন্য আর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মঙ্গলকোট থানায় যেতে হবে না।এই নতুন আউটপোষ্ট উদ্বোধনের ফলে উক্ত এলাকার মানুষজনের যেকোনো সমস্যার সমাধানে পুলিশি তৎপরতা ও সক্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে পুলিশি প্রতিক্রিয়া এবং পদক্ষেপের সময়ও হ্রাস পাবে।এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, এসডিপিও কাটোয়া কাশীনাথ মিস্ত্রী,

(এরপর দুয়ের পাতায়)

হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধনেখালির খাজুরদহ ফুটবল মাঠে গত বৃহস্পতিবার ৭ আগষ্ট থেকে ১০ আগষ্ট রবিবার পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান।বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য,হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ,ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক,সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ অরুণ মাঝি, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ হানিফ,ধনেখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।

ধনেখালি বিধানসভার গুড়বাড়ি ১ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে খানপুর জৌগ্রাম মোড়ে মহাসমারোহে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব।উপস্থিত ছিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,গুড়বাড়ি ১ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ,গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা বাগ সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।খানপুর জৌগ্রাম মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসবের নিউজ কভার করার সময় খবর সোজাসুজি’র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিকের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 05 ● 15 August, 2025

নাগরিকত্বের প্রমাণ

২০১৪ সালের পর থেকে হয়রানি বেড়েছে সাধারণ মানুষের ।কখনও নোট বন্দির নাম করে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, তো কখনও আধার লিঙ্কের নাম করে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে। আজ বলছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করতে হবে,তো কাল বলছে প্যান কার্ড, ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করতে হবে। রোজ একটার পর একটা ফতনা লেগেই আছে। একদিকে বলছে আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, আবার অন্যদিকে সব ক্ষেত্রেই আধার লিঙ্ক বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে,দশ বছর অন্তর আধার আবার আপডেটের কথা বলা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ পুরো বিভ্রান্ত। কেন্দ্রীয় সরকার আসলে চাইছে টা কী ? রোজ একটার পর একটা ফতনা বার করে সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। এখন তো আবার নির্বাচন কমিশনের নতুন ফতনা এসআইআর ! মানুষ রুটি রুজির সন্ধান করবে না বাপ দাদার জন্ম সার্টিফিকেট খুঁজবে বোঝা দায় ! ভোটার লিস্টের নিবিড় সংশোধনের নামে নির্বাচন কমিশন সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষকে চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রুটি রুজির সন্ধান ছেড়ে মানুষ এখন কাগজের সন্ধান করছে ।নির্বাচন কমিশনের দেওয়া যে ভোটার কার্ড দেখিয়ে মানুষ এতদিন ভোট দিয়েছে আজ সেই ভোটার কার্ডকেই মান্যতা দিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন। বলা হচ্ছে ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকলে তবেই বলা হবে জেনুইন ভোটার ।ভুয়ো ভোটার ধরতে গিয়ে আসলকেই নকল বলতে শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন ।সরকারের দেওয়া আধার কার্ড,ভোটার কার্ড,রেশন কার্ডের আজ আর কোনো গুরুত্ব নেই ।আপনি যে ভারতের নাগরিক তা প্রমাণ করার দায় আপনার ।সরকারের কাছে সব তথ্য থাকলেও আপনাকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে ।ভোটার লিস্টের নিবিড় সংশোধন দরকার আছে, কিন্তু মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে নয়। সাধারণ মানুষ আজ বড় আতঙ্কিত ।ক'জনের আছে জন্ম সার্টিফিকেট ? সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষের কত জনের আছে পাসপোর্ট ? তারা তো জানেই না এসআইআর কি ? খায় না মাথায় দেয় ? যারা দু'বেলা দু'মুঠো পেটের ভাত জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে,মাথার ওপর যাদের ছাদ নেই সেই সব গরিব মানুষের কাছে নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া আর কুঁজোকে চিত হয়ে শুতে বলা একই ব্যাপার ।যার মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই সে কাগজ কোথায় রাখবে ? তাই এসআইআর নিয়ে খুব তাড়াহুড়ো করলে চলবে না ।ভুয়ো ভোটার ধরতে গিয়ে যাতে কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ।ভোটার কার্ড, আধার কার্ড,রেশন কার্ড, প্যান কার্ড,ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও আপনি ভারতের নাগরিক নন ! আপনার আমার ভোটে ক্ষমতা দখল করার পর আজ আপনার আমার নাগরিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলছে কেন্দ্রীয় সরকার ! ভাবুন তাহলে কি অবস্থা ।চৌদ্দ পুরুষ ধরে বাস করার পর এখন আপনাকে আমাকে আবার প্রমাণ করতে হবে আমরা ভারতের নাগরিক,ভাবা যায় ! কাগজ দেখাতে না পারলেই কিন্তু আপনি হয়ে যাবেন অনুপ্রবেশকারী,অবৈধ ভোটার। উদ্দেশ্যটা খুব পরিষ্কার ।যেকোনো ভাবে সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখো। মানুষ যেন দেশের অন্য কোনো সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করার সময় না পায় ।মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেবার পদ্ধতি এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে ? বাপ ঠাকুরদার জন্ম সার্টিফিকেট খোঁজার চক্করে যে যার নিয়ে ব্যস্ত থাকুক,প্রশ্ন করার দরকার নেই ! বিগত এগারো বছর ধরে এভাবেই সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার ।আজ আধার কার্ড তো কাল ভোটার কার্ড - এসব নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেই সময় শেষ,দেশের অন্য সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করার সময় কোথায় ? এই হল আচ্ছে দিনের নমুনা !

বিনম্র আবেদন

সময়টা বড় অস্থির ।সর্বত্রই যেন একটা গেল গেল রব ।রাজনীতি আর ধর্ম মিলে মিশে একাকার ।ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে ।ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে রাজ্যে যারা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন ।কোনো প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না ।যারা হিংসার আশ্রয় নিয়ে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ।সর্বদাই মনে রাখবেন,প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে না ।আর ধর্মের নামে যারা দাঙ্গা বাধায় তারা কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না ।কারণ, দাঙ্গাবাজদের কোনো জাত,ধর্ম হয় না ।সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকুন ।শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কোনো রকম প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না ।গুজবে কান দেবেন না ।গুজব ছড়াবেন না ।সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন ।সত্যতা যাচাই না করে সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ার করবেন না,অনুরোধ।

ইসরাইল মল্লিক, সম্পাদক ,খবর সোজাসুজি

(প্রথম পাতার পর) আউটপোস্টের শুভ উদ্বোধন

মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, মঙ্গলকোট ব্লকের বিডিও অনামিত্র সোম সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ। লাখুরিয়া পুলিশ আউটপোস্টের এই উদ্বোধনের মাধ্যমে উপরোক্ত চারটি অঞ্চলের মানুষ নবগঠিত লাখুরিয়া আউট পোস্টে জেনারেল ডায়েরি করতে পারবেন ।এছাড়াও লাখুরিয়া পুলিশ আউটপোস্টের ৯০৪৬২৫৪৯৭৫ মোবাইল নাম্বারেও ফোন করে এলাকার মানুষ তাদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের পাশে রাজ্য কৃষি দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা - অতিবৃষ্টিতে ধান চাষে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ালো রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর। জামালপুরের ১৫১ জন ক্ষতিগ্রস্ত চাষীর হাতে বুধবার নতুন করে রোপণ করার জন্য তুলে দেওয়া হলো ধানের চারা ।কয়েক দিনের অতিবৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন ব্লকে ধান চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ তাঁদের রোপণ করা ধান জলের তলায় চলে গিয়ে পচে নষ্ট হয়ে যায় ।পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রাণী এ'র নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের পাশে দাঁড়াতে জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে সংগ্রহ করা হয় অতিরিক্ত ধানের চারা ।পৌঁছে দেওয়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক গুলির কৃষকদের হাতে ।আজ জামালপুরের কালেড়া, সেলিমাবাদ, সজিপুর, পাঁচড়া, আবুইঝাটি প্রভৃতি গ্রামে ব্লক কৃষি দপ্তরের গাড়ি পৌঁছায় ধানের চারা নিয়ে ।ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে ধানের চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও রাহুল বিশ্বাস,পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন,ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জিবুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা ।মেহেমুদ খাঁন বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতটা মানবিক কতটা জন দরদী তারই প্রমাণ এটা। চাষীরা আমাদের অন্নদাতা। তাই তাঁরা বেঁচে থাকলে সকলে বেঁচে থাকবে ।এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে ধানের চারা তুলে দেবার জন্য তিনি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান ।তিনি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান জেলা শাসককে ।অলোক মাঝি বলেন,এই জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবার থেকে আলাদা ।ধানের চারা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনিও রাজ্যসরকারকে ধন্যবাদ জানান।

ঘাটালে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশু অধিকার, মানসিক স্বাস্থ্য

(প্রথম পাতার পর)

দেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান তুলিকা দাস, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর আসাদুর রহমান,বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সপ্তর্ষি অধিকারী,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সেক্রেটারি সুতপা মল্লিক ।এদিনের এই শিবিরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েষা রানী এ,অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা)প্রতীক সিং,অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন)প্রসেনজিৎ দাস,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার,জেলা শিক্ষা আধিকারিক ড.পৌষালী চক্রবর্তী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)দেবব্রত পাল,জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)প্রলয়েন্দু ভৌমিক প্রমুখ।

আরামবাগে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসে হুগলি গ্রামীন পুলিশ আয়োজিত কমিউনিটি কিচেন সেন্টারে উপস্থিত থেকে বন্যা কবলিত মানুষদের নিজে হাতে খাবার পরিবেশন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রায়নায় রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের

আদমপুর ও কামারগোর এলাকায় রবিবার ৩ আগষ্ট বন্যা পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।তাঁকে মসাগ্রামের আঝাপুর হাইরোড চৌমাথায় স্বাগত জানান জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন।জামালপুর দিয়ে রায়না যাবার পথে জায়গায় জায়গায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা মমতা ব্যানার্জী ও অরূপ বিশ্বাসের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে।আদমপুর পৌঁছে তিনি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন ও নিজের হাতে ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষদের খাবার পরিবেশন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রাণী এ, পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাস, এসডিও সদর দক্ষিণ বুদ্ধদেব পান,এসডিপিও অভিষেক মন্ডল,রায়নার বিধায়ক শম্পা ধারা, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, রায়না ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কলিমুদ্দিনব শেখ, রায়না ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বামদেব মন্ডল,জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন সহ অন্যান্যরা।মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস দুর্গত মানুষদের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন।তিনি বলেন,যেভাবে ডিভিসি রাজ্যের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই জল ছেড়ে এই সমস্ত মানুষদের ঘর ছাড়া করে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে এসেছে এই এরাই একদিন বিজেপিকে এই রাজ্য ছাড়া করবে।তিনি নিজের হাতে ওই এলাকার কৃষকদের হাতে শস্য বিমার ফর্ম তুলে দেন। এলাকা জলমগ্ন হওয়ার পরই সেখানে পৌঁছে যায় জেলা ও ব্লক প্রশাসন। জেলা শাসক নিজে সেখানে যান। এলাকার মানুষের সাথে কথা বললে তাঁরা বলেন ত্রাণ শিবিরে তাঁদের খাওয়া দাওয়া বা অন্য কিছুর অসুবিধা হচ্ছে না।সেখানেই একজন সদ্য মাতৃহারা হলে জেলাশাসক নির্দেশ দেন তাঁকে যেন সমব্যথী প্রকল্পের সাহায্য আগামীকালের মধ্যেই দেওয়া হয়।

ন্যায় বিচারের দাবিতে ফের রাজপথে নাগরিকসমাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা - ন্যায় বিচারের দাবিতে আবারও রাজপথে

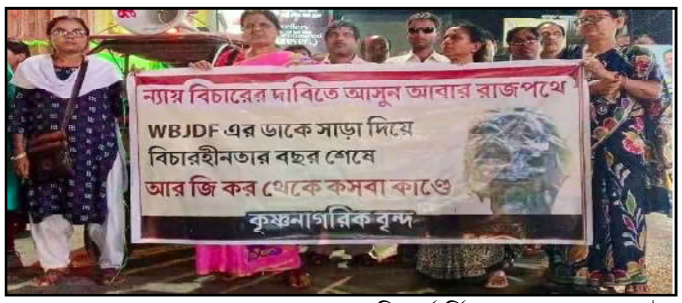

প্রতিবাদ।অভয়ার মৃত্যুর এক বছর পার। এখনও মিলল না সুরাহা।বিচারের দাবি এখনও রয়েছে সাধারণ মানুষের মনে।আরজি কর থেকে কসবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও দোষীদের সাজা হয়নি।তাই গত শুক্রবার কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে পথসভা এবং রাজপথ ধরে মোমবাতি মিছিলে অংশ নিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফোরাম।তাদের দাবি,এক বছর আগে যে ঘটনা ঘটেছে এবং যেভাবে তদন্তে গাফিলতি করার জন্য প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে তৎসহ অভয়ার বিচারের দাবিতে সারা বছর আন্দোলন চলেছে, এদিন বর্ষপূর্তিতেও আন্দোলন থেমে নেই।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধনেখালি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে শনিবার অনুষ্ঠিত হল খানপুর থেকে ভাস্তাড়া পর্যন্ত বাইক মিছিল।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা হিসেবে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ৫ আগষ্ট বিকেলে ধনেখালির কানানদী মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধনেখালি থানার পুলিশ।পুলিশি হস্তক্ষেপে আধ ঘন্টার মধ্যেই অবরোধ উঠে যায়।

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেরা কন্যাশ্রী ক্লাবের সম্মান পেল জামালপুরের শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দির। বৃহস্পতিবার ১৪ আগষ্ট কন্যাশ্রী দিবসে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে জেলার সেরা ৪৪ টি বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবকে সম্মানিত করা হল।কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

কন্যাশ্রী নোডাল শিক্ষক হিসাবে পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রথম স্থান লাভ করলেন জামালপুরের সাদিপুর ডিএসএস বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক সৌমেন্দ্রনাথ পাল।বৃহস্পতিবার ১৪ আগষ্ট কন্যাশ্রী দিবসে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে পুরস্কৃত করা হল।সৌমেনবাবুর হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার দাবিতে সোমবার ৪ আগষ্ট ধনেখালির মল্লিকপুর বাজারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল সারা ভারত কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতির।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মোট ১০২৫ টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ৭ আগষ্ট তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সিদ্ধার্থ দর্জি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

পান্ডুয়ায় স্ত্রীকে খুনে অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা দিল চুঁচুড়া আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা - পারিবারিক অশান্তির জেরে ২০২১ সালে স্ত্রী রীনা হাওলাদার(৩৭)কে আগুনে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগে স্বামী সুখরঞ্জন হাওলাদারকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সাজা ও আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত।বুধবার ৩০ জুলাই চুঁচুড়া আদালতের বিচারক কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় অভিযুক্ত সুখরঞ্জন হাওলাদারকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন স্ত্রী রীনা হাওলাদারের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর পরেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,২০১৯ সালে রীনার সঙ্গে সুখরঞ্জনের বিয়ে হয়।তারপর থেকেই স্ত্রীর উপর অত্যাচার করত বলে অভিযোগ।২০২১ সালের মার্চ মাসে ভোর বেলায় রীনার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্বামী সুখরঞ্জনের বিরুদ্ধে।এরপর রীনার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামে।মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর পর পুলিশ সুখরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করে।ঘটনার তদন্তকারী অফিসার বুদ্ধদেব সরকার নির্দিষ্ট সময়ে চার্জশিট জমা দেয় বলে জানিয়েছেন সরকারি মুখ্য আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়।মামলার সহকারি আইনজীবী ছিলেন প্রশান্ত আগরওয়াল।এ দিন রায় ঘোষণার পর এজলাসে কান্নায় ভেঙে পড়েন সাজা প্রাপ্ত আসামী সুখরঞ্জন। এ বিষয়ে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পুলিশ সুপার শ্রী কামনাশীষ সেন বলেন, পুলিশ সঠিক তদন্ত করে দ্রুত আদালতে সমস্ত স্বাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করায় বিচারক ন্যায় বিচার দিয়েছেন।মৃতার পরিবারকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ন্যায় বিচার পাইয়ে দেওয়ায় আদালতের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন হুগলির পুলিশ সুপার(গ্রামীণ) কামনাশিস সেন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে দিল্লি পুলিশের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করলেন নওসাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিবেদন - দিল্লি পুলিশের বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশী মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিল আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।আইএসএফের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, ক্ষ্মভারতীয় সংবিধানের ৮ম তফসিলে বাংলা ভাষা স্বীকৃত।পশ্চিমবঙ্গ সহ ত্রিপুরা, আসাম এবং অন্যান্য রাজ্যেও বিশাল সংখ্যক মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বাংলা ভাষাতেই রচিত। লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।ঞ্চ কিন্তু দিল্লি পুলিশ মনে করে বাংলা মানে বাংলাদেশী। ভারতে বিজেপি দলের দৃষ্টিভঙ্গির একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। সেটা হল তাদের সীমাহীন অজ্ঞতা ও বাংলা ভাষাকে হেয় করা। অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটি ভাষা এবং পরিচয়ের এই অপরাধীকরণের তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানাচ্ছে ও অবিলম্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরকে ঐ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দাবি জানাচ্ছে।এই মর্মে পার্টির চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে একটি চিঠিও দিয়েছেন।কয়েকদিন আগে বাংলার কয়েকজন বিদ্বজ্জন বলেছিলেন, বাংলা ভাষা আক্রান্ত নয়। বাংলা ভাষায় যারা কথা বলেন, তাদের কিছু অংশ আক্রান্ত হয়েছে। বিষয়টি কিন্তু এত লঘু নয়। আজকের এই ঘটনা তারই প্রমাণ। আইএসএফ বিশ্বাস করে, ভারতের নাগরিক দেশের যে কোন প্রান্তে থাকতে পারে। কিছু এলাকা ছাড়া, যেখানে অনুমতি লাগে। এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ভাষা ও এথনিক পরিচয় দিয়ে হয় না। এটা বিপজ্জনক রাস্তা। আসামের 'Son of the Soil Movement-এ' এটাই হয়েছিল, তার আগুন এখনও নেভেনি। মহারাষ্ট্রে শিব সেনার আন্দোলন সেই পথে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি এই পথে যেতে চান। তিনি একধরণের জাতিগত সংঘাত লাগাতে চাইছেন। বিজেপি'র পাতা এইধরণের বিপজ্জনক সংঘাতে তিনি পা দিতে চাইছেন। "বাংলা নিজের মেয়েকে চাই" ইত্যাদি শ্লোগানগুলি এইগুলিরই ইঙ্গিত।এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অসমের মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্য। তিনি বলেছেন, "ঐ রাজ্যে যারা মাতৃভাষা বাংলা বলে উল্লেখ করবেন, তাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এটা কি বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ নয়? সুতরাং জোরালো প্রতিবাদ জরুরি। বিজেপি'র এই বাংলা ভাষার ওপর জঘন্য, ঘৃণ্য আক্রমণ কোনভাবেই সহ্য করা হবে না।"

ভোট চুরির অভিযোগে সোমবার দিল্লিতে বিরোধীদের নির্বাচন কমিশনের অফিস অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার।ধ্বস্তাধ্বস্তি পুলিশের সঙ্গে।আটক করা হয় রাহুল গান্ধী সহ একাধিক বিরোধী নেতাকে।পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আহত হন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

করার নির্দেশ দিলেও এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কোথাও শুরু হয়নি একশো দিনের কাজ।

● পুজো অনুদান ৮৫ হাজার থেকে বেড়ে হল ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।এবছর দুর্গাপুজো কমিটি গুলোকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● প্রয়াত ধনেখালির প্রাক্তন বিধায়ক কৃপাসিন্ধু সাহা।

● জামালপুর সাব পোস্ট অফিসে গ্রাহকদের টাকা প্রতারণা কান্ডে পোস্টাল এজেন্টের পর এবার জামালপুর সাব পোস্ট অফিসের প্রাক্তন পোস্টমাস্টারকে গ্রেফতার করল সিআইডি।

● খবর সোজাসুজি পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয় বিভাগের জন্য আপনিও পাঠাতে পারেন যেকোনো বিষয়ের ওপর আপনার অপ্রকাশিত লেখা। হোয়াটস অ্যাপ - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

● ভুয়ো থানা খুলে প্রতারণা ! উত্তর প্রদেশের নয়ডায় পুলিশের জালে ভুয়ো পুলিশ অফিসার বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারী সহ ৬ জন।

● খানপুর,নারায়নপুর,দশঘরা,কাশীপুর,মহরমপুর ধনেখালি সহ বিভিন্ন জায়গায় মেন রাস্তার ধারে কেউ ইট,বালি,পাথর বা কাঠ রাখছে,তো কেউ মারুতি বা ট্রাক্টর লাইন দিয়ে রেখে দিচ্ছে।অনেকের ব্যবসা আবার একেবারে রাস্তায় নেমে এসেছে।এর ফলে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।সামনে বা পিছনের দিক থেকে কোনো গাড়ি এলে সাইট দেবার জায়গাও থাকছে না।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তার ধারে যারা ইট,বালি, পাথর,কাঠ,মারুতি কিংবা ট্রাক্টর রাখছে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক পুলিশ প্রশাসন,চাইছেন পথ চলতি মানুষজন।

● রাস্তায় এখন টোটোর দৌরাত্ম্য,না আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স,না আছে রেজিস্ট্রেশন।বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই এখন টোটো চালক। ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে যার নূন্যতম জ্ঞান নেই সেও চালাচ্ছে টোটো।

● এখন অনেকেই বাইকে,টোটোতে বা চার চাকা গাড়িতে লাগাচ্ছে চোখ ধাঁধানো সাদা এলইডি লাইট।দুর্ঘটনা এড়াতে অবিলম্বে এ সব গাড়িতে সাদা এলইডি লাইট লাগানো বন্ধ করা দরকার।

● ব্যাঙ্ক,পোস্ট অফিস,অফিস,আদালত সর্বত্র বাংলা বাধ্যতামূলক করা হোক।যেকোনো ফর্মে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি লেখার অপশন থাকুক।

● রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চাষীদের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সিঙ্গুরের রতনপুর মোড়ে বিজেপির সভামঞ্চের সামনে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের,প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজে অনেক জায়গায় আইসিডিএস কর্মী এবং প্যারা টিচারদেরও বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে।যে বুথে সরকারি কর্মী বা শিক্ষক আছে সেখানেও কেন অন্য বুথের আইসিডিএস কর্মী বা প্যারা টিচারকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে,উঠছে প্রশ্ন।

● আধার কার্ডকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনের যুক্তিকেই মান্যতা দিল সুপ্রিম কোর্ট।

রাস্তার ধারে মরণ ফাঁদ ! স্কুলের সামনে বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে মরা গাছ ! নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খানপুর জৌগ্রাম মোড় থেকে গুড়াপ যাবার পথে খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এবং খানপুর জৌগ্রাম মোড় থেকে গাড়লমুড়ি যাবার পথে রাস্তার দু'ধারে বিপজ্জনক অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু বড় বড় শুকনো মরা গাছ।তার ডাল কবে কার ঘাড়ে ভেঙ্গে পড়বে, কেউ জানে না।মাঝে মধ্যে যে দু'চারখানা ভাঙে না,তা নয়।গাছগুলি অবিলম্বে কাটা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় মানুষ জন।প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদেরও তাই মত।কিন্তু বছর চলে যায়,গাছ আর কাটা হয় না।প্রশাসনকে বার বার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের।ঝড় বাদলের দিন এলেই আতঙ্কিত হন মানুষজন।ঝড় জলে মাথায় ডাল ভেঙে পড়ার আতঙ্ক নিয়েই এলাকার বাসিন্দারা চলাফেরা করেন।এখন এই বর্ষা বৃষ্টির মরশুমে শুকনো ডাল ভেঙে বিপদের আশঙ্কায় দিন কাটছে তাদের।ঝড় বৃষ্টিতে যেকোনো সময় যেকারো মাথায় ভেঙে পড়তে পারে গাছের ডাল,হতে পারে মৃত্যু। তবুও ঝড় জলে মাথায় ডাল ভেঙ্গে পড়ার আতঙ্ক নিয়েই এই পথ দিয়ে চলাফেরা করতে বাধ্য হচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।যাতায়াতের সময় গাছ ভেঙে পড়লে বা গাছের ডাল ভেঙে কারো ওপর পড়লে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।মরা গাছগুলি যাতায়াতের সময় পথচারীর উপর ভেঙে পড়লে প্রাণহানির সম্ভাবনাও রয়েছে।কিন্তু হুঁশ নেই কর্তৃপক্ষের।ঝড় বৃষ্টিতে কারো মাথায় ডাল ভেঙে পড়ে বড়সড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে,উঠছে প্রশ্ন।প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে যাত্রীবাহী বাস,যাত্রীবাহী ট্রেকার,যাত্রীবাহী টোটো সহ শয়ে শয়ে গাড়ি।স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাও এই রাস্তা দিয়েই যাওয়া আসা করে।জনগণের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মরা গাছগুলি এখনও পর্যন্ত কাটার কোনো উদ্যোগ নেয়নি বন দপ্তর এবং পিডব্লুডি (রোডস) কর্তৃপক্ষ, অভিযোগ।সব জানা সত্ত্বেও ব্লক প্রশাসনও এ বিষয়ে নীরব, অভিযোগ।মরা গাছগুলো কাটানোর কোনো উদ্যোগ

নেই।পথচারী ও গাড়ি চালকদের দাবি, দ্রুত এই মরা গাছগুলি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেটে নেওয়া হোক।না হলে যেকোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।এলাকার মানুষজনও চাইছেন,দুর্ঘটনা এড়াতে মরা গাছগুলি অতিদ্রুত কেটে রাস্তার ধার থেকে সরিয়ে দিক সংশ্লিষ্ট প্রশাসন।অনেকেই প্রশ্ন করছেন, প্রশাসনের হুঁশ ফিরবে কবে ? বন দপ্তর ও পিডব্লুডি(রোডস) কর্তৃপক্ষ কি দিবানিদ্রায় মগ্ন ? গাছের শুকনো ডাল ভেঙে কারো মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কি প্রশাসনের টনক নড়বে না ? কোনো জায়গায় কোনো নেতা মন্ত্রীর রোড শো থাকলে তো তড়িঘড়ি রাস্তার দু'পাশের শুকনো গাছ বা গাছের ডাল কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।তখন তো আর এত নিয়ম কানুনের কেউ ধার ধারে বলে তো মনে হয় না ? সাধারণ মানুষ তাদের অসুবিধার কথা জানালেই যত নিয়ম বের হয় ? নেতা মন্ত্রীর জীবনের দাম আছে,সাধারণ মানুষের কি জীবনের দাম নেই ? মরা গাছগুলো কবে কাটা হবে ? কবে হুঁশ ফিরবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com